যুগান্তর

তারিখ ... 08 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

মানুষ গড়ার প্রাথমিক কারিগরদের এ হাল কেন?

মো: সিদ্দিকুর রহমান

স্বাধীনতার উষালগ্নে স্বাধীন বাংলাদেশকে উপহাস করে বলা হয়েছে তলাবিহীন ঝুড়ি। বঙ্গবন্ধু সীমাহীন শূন্যতার মাঝে এ অপবাদ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছেন তা হল— সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ। সেটা ছিল এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, বাংলাদেশ ব্যাংক শূন্য, চারদিকে শুধু ধ্বংসযজ্ঞ। বাড়িঘর আগুনে পুড়ে ছাই, রেলপথ-রাস্তাঘাট, শিল্প ও কল-কারখানা সবকিছুরই বেহাল দশা। এক কথায় শূন্য হাতে সীমাহীন অভাবের মাঝে সরকারের যাত্রা। এর মাঝে পরাজিত শক্তির অপতৎপরতা। সংবাদপত্রের পাতা খুললেই প্রতিনিয়ত দেখা যেত পাটের গুদাম, খাদ্যের গুদামে আগুন। বঙ্গবন্ধু দেশের এ অসহায় অবস্থার মাঝে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রায় এক লাখ শিক্ষককে সরকারিকরণ করেন। তার এ ঐতিহাসিক সাহসী ভূমিকা জাতির বর্তমান অগ্রগতির সোপান।

আজকের বাংলাদেশ মর্যাদার সঙ্গে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। আজ আমরা উন্নত দেশের স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সাধারণ মানুষের শিক্ষার সুযোগ উন্নত করা। আজকের শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেটের কার্পণ্য দেখলে অবাক লাগে। একি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সরকার! প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হুমকি দেখলে ভাবখানা মনে হয় যত দোষ নন্দ ঘোষ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দেড় বছরে বাস্তবায়ন তো দূরে থাক, বরং এক আদেশে কেড়ে নেয়া হয়েছে প্রধান শিক্ষকদের সেকেন্ড ক্লাস মর্যাদা। শিক্ষকদের পাওনা না দিয়ে, থার্ড ক্লাসে রেখে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ না মেনে ও চোখ রাঙিয়ে শাসন করা কি যৌক্তিক? প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনমুখী করার জন্য সংশ্লিষ্টদের ন্যক্কারজনক ভূমিকার নিন্দা করা ছাড়া কিছুই করার নেই। আজ বলা হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারি, তারা আন্দোলন করলে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে নিবেদন, যারা আপনার নির্দেশ অবহেলা ও অকার্যকর করার সাহস রেখেছেন, তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিন। নচেৎ প্রাথমিক শিক্ষকদের দুঃখ, ক্ষোভ, ব্যথা, বেদনার দায় থেকে মুক্তি পাবেন না। ব্যক্তি হিসেবে তারা খুবই ক্ষুদ্র। তবে সমাজে তাদের অবস্থান সম্মানজনক। তাদের মর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রাপ্তির আন্দোলন কি অযৌক্তিক?

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজ বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে আছেন শুধু প্রাথমিক শিক্ষকরা। অমর্যাদা ও স্বল্প বেতনের কারণে তরুণ মেধাবীরা প্রাথমিক শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। ঢাকা শহরে ২০১৫ সালে শতাধিক শিক্ষক অন্য পেশায় চলে গেছেন। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, সাধারণ মানুষের শিক্ষা। অনেকের ধারণা, ছোট্ট শিশুর শিক্ষা কী এমন কঠিন! আপনার বাড়ির একটা শিশুর জন্য পরিবারের সবাই চোখ-কান খোলা ও ব্যস্ত থাকেন। অবুঝ শিশুর শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকদের মর্যাদা কেড়ে নিয়ে শিক্ষিত সমাজ তথা পুরো জাতিকে অবমাননা করা হল। এ উপলব্ধিটুকু সংশ্লিষ্টদের মধ্যে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সার্থক হবে।

প্রাথমিক শিক্ষকরা মানুষ গড়ার প্রাথমিক কারিগর। তাদের সবাইকে থার্ড ক্লাস মর্যাদায় রেখে জাতিকে কলংকিত করবেন না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই সব শিক্ষককে থার্ড ক্লাস মর্যাদা ও বেতন স্কেলের বৈষম্য থেকে শিগগিরই অব্যাহতি দেবেন। এ সাহসী, ঐতিহাসিক পদক্ষেপের প্রত্যাশায় তাকিয়ে আছে প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com